পশ্চিমবঙ্গ সরকার
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ
জেশপ্ বিল্ডিং (দ্বি-তল), ৬৩, নেতাজী সুভাষ রোড
কলকাতা-৭০০ ০০১

নং : ২২৮২/পি.এন/ও/এক/ ১এ- ১/০৪ (অংশ-২) **তাং : ২৯. ০৪. ২০১০**

আদেশনামা

যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩-এর ১৬ক ধারার (৬) উপধারার (গ) দফা অনুযায়ী রাজ্যের প্রতিটি গ্রাম সংসদ এলাকার মানুষের সার্বিক উন্নয়নের জন্য গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করার লক্ষ্যে এই বিভাগ কর্তৃক গত ০৮. ০৩. ২০১০ তারিখের ১২৮৪/পি.এন/ও/এক/ ১এ- ১/০৪ (অংশ-২) নং আদেশনামা এবং ০১. ০৪. ২০১০ তারিখে প্রকাশিত সংশোধনী নং ১৭৯৮/পি.এন/ও/এক/ ১এ- ১/০৪ (অংশ-২) দ্বারা ইতিমধ্যে আদেশ প্রদান করা হয়েছে ;

এবং যেহেতু ইতিমধ্যে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির গঠন ও কাজ সম্বন্ধে বিভিন্ন স্তর থেকে যে সকল প্রশ্ন উঠে এসেছে তার ভিত্তিতে প্রচারিত আদেশনামাগুলিতে অসচ্ছতা দূর করা একান্ত আবশ্যক ;

অতএব, পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩-এর ২১২ ধারা বলে রাজ্যপালের আদেশক্রমে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি সম্বন্ধীয় প্রশ্নগুলির ব্যাখ্যা করা হচ্ছে ।

ক্রং নং	প্রশ্ন	সম্ভাব্য উত্তর / ব্যাখ্যা
১)	প্রথম অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ‘পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসন) নিয়মাবলী, ২০০৪-এর ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩(২), ৭৮ নিয়মগুলি আপাতত স্থগিত থাকবে’ - এক্ষেত্রে যে সমস্ত গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠিত হয়ে কার্যকরী অবস্থায় বর্তমানে রয়েছে, সেগুলি কি যেমন চলছে তেমনই চলবে, নাকি নির্দেশ অনুযায়ী আগামী তিন মাসের মধ্যে বর্তমান গ্রাম উন্নয়ন সমিতি ভেঙে নতুন করে গঠন করতে হবে ?	২০০৮ সালের সাধারণ পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরে সারা রাজ্যে ৩০ হাজারেরও বেশি গ্রাম সংসদে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠিত হয়েছে । এর মধ্যে একটা বড় অংশ গ্রাম পঞ্চায়েতের নেতৃত্বে স্থানীয় উন্নয়নের কাজে সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছে এবং বর্তমানে বিভিন্ন প্রকল্প / তহবিলের আওতায় সারা রাজ্যের গ্রাম উন্নয়ন সমিতির অ্যাকাউন্টে মোট প্রায় ৫০ কোটি টাকা রয়েছে । এই সকল ক্ষেত্রে অনুমোদিত গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা অনুসারে এলাকার মানুষকে সঙ্গে নিয়ে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি নানা প্রকল্প রূপায়ণের কাজ করছে । এই অবস্থায় ওই সকল এলাকায় সক্রিয় ও কার্যকর গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলিকে ভেঙে দিয়ে পুনরায় গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করলে উন্নয়নের গতি ব্যাপকভাবে ব্যাহত হবে এবং সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত, গ্রাম উন্নয়ন সমিতি ও স্থানীয় মানুষের মধ্যে হতাশা তৈরি হবে । এক্ষেত্রে যেসব এলাকায় আদৌ গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করা যায়নি বা গঠিত হলেও অকার্যকর অবস্থায় আছে উপরে উল্লিখিত আদেশ অনুসারে শুধুমাত্র সেগুলি গঠন করাই বাঞ্ছনীয় হবে বলে মনে হয় । সেক্ষেত্রে কার্যকর গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলিকে ভেঙে দিয়ে নতুন করে এই আদেশনামা অনুসারে গ্রাম উন্নয়ন গঠন করার প্রয়োজন নেই ।

ক্রং নং	প্রশ্ন	সম্ভাব্য উত্তর / ব্যাখ্যা
		সংশোধিত আদেশনামায় উল্লেখ করা যেতে পারে, যে সকল গ্রাম সংসদে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠিত হয়ে গেছে এবং সুষ্ঠুভাবে কাজ করছে সেই সকল গ্রাম উন্নয়ন সমিতি তাদের মেয়াদ সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত বহাল থাকবে ।
২)	দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে- 'মোট ১২ থেকে ১৫ জন সদস্যকে নিয়ে প্রতিটি গ্রাম সংসদে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন করা হবে, যাঁরা অবশ্যই সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংসদের সদস্য বা ভোটার হবেন' এবং ওই অনুচ্ছেদের (ক)-অংশে ১ থেকে ৫ (খ) পর্যন্ত ক্রম সংখ্যায় কাদের নিয়ে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠিত হবে, তা উল্লেখ করা হয়েছে । কিন্তু এক্ষেত্রে ১ এবং ২-এ উল্লিখিত নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বা সদস্যদ্বয় এবং ওই নির্বাচন ক্ষেত্রের নিকটতম পরাজিত প্রার্থী বা প্রার্থীদ্বয় সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংসদের সদস্য বা ভোটার নাও হতে পারেন । সেক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে (যেহেতু এটি পঞ্চায়েত আইনের ৪নং ধারার পরিপন্থী) ?	সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংসদ থেকে নির্বাচিত গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য/সদস্যা অথবা সদস্যবৃন্দ/সদস্যাবৃন্দ এবং ওই নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে নির্বাচনে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী প্রার্থী বা প্রার্থীবৃন্দ পদাধিকারবলে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য হবেন । এক্ষেত্রে তাঁরা সংশ্লিষ্ট গ্রাম সংসদের ভোটার না হলেও গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য হতে বাধা নেই ।
৩)	৫ (ক)-ক্রমিকে যে সব সদস্যপদের উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে কি প্রতিটি শ্রেণি (Category) থেকে একজন করে সদস্য মনোনীত হবেন নাকি প্রথম শ্রেণি উল্লিখিত, 'কর্মরত / অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক বা শিক্ষিকা'-এর প্রতিটি পদ থেকে এক বা একাধিক সদস্য মনোনয়ন করা যাবে ? সেক্ষেত্রে কিন্তু সব শ্রেণি (Category) থেকে প্রতিনিধি না থাকার সম্ভাবনা থেকে যাবে । আবার বিজয়ী ও বিজিত প্রার্থীরাও একই ক্রমিক থেকে সদস্য নির্বাচিত করার সুযোগ পাবেন ফলে	এই নতুন আদেশনামা অনুসারে ৫(ক) ক্রমিকে মোট ১২ ধরনের শ্রেণি আছে । গ্রাম সংসদ থেকে নির্বাচিত সদস্য/সদস্যা অথবা সদস্যবৃন্দ/সদস্যাবৃন্দ মোট ছয় জন ব্যক্তিকে পৃথক পৃথক ছয়টি শ্রেণি থেকে মনোনীত করবেন - এমনটিই বাঞ্ছনীয় । যদি কোনও বিশেষ শ্রেণি থেকে কোনও পছন্দের সদস্য না পাওয়া যায় তখন একই শ্রেণি থেকে একের বেশি সদস্য মনোনীত করা হবে । সদস্যবৃন্দ / সদস্যাবৃন্দ দুটি ভিন্ন রাজনৈতিক দলের বা মতের হলে প্রত্যেকে মোট তিন জন ব্যক্তিকে পৃথক পৃথক তিনটি শ্রেণি থেকে নির্বাচিত করলেই ভাল হবে । আদেশনামার ভাষা অনুযায়ী অবশ্য ভিন্ন রাজনৈতিক মতের সদস্য বা সদস্যবৃন্দ একই শ্রেণি থেকে ব্যক্তি মনোনীত করতে পারেন । পরাজিত প্রার্থী বা প্রার্থীবৃন্দের দ্বারা মনোনয়নের ক্ষেত্রেও একই সম্ভাবনা এসে যায় । গ্রাম সংসদ এলাকায় মহিলা স্বনির্ভর দল থাকলে তাদের মধ্য থেকেই মনোনীত করাই বোধহয় উদ্দেশ্য । ৫(ক) অনুসারে সদস্য মনোনয়নের সময় এই বিষয়টি খেয়াল রাখা আবশ্যক । অর্থাৎ কোনও একজন সদস্য/

ক্রং নং	প্রশ্ন	সম্ভাব্য উত্তর / ব্যাখ্যা
	অনেক শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব থাকবে না । স্বনির্ভর দল অর্থে কি শুধু মাত্র মহিলাদের নেতৃত্বে পরিচালিত স্বনির্ভর দলকেই বোঝানো হয়েছে ?	সদস্যা একটি শ্রেণি থেকে একাধিক ব্যক্তিকে মনোনীত না করলেই বিভিন্ন শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব অনেক বেশি সুনিশ্চিত করা সম্ভব হবে । এবিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ বাঞ্ছনীয় ।
৪)	৫ (খ)-ক্রমিকে তফসিলী জাতি, তফসিলী আদিবাসী এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের মনোনয়নের ক্ষেত্রে কোনও সংখ্যা বা কোটা নির্দিষ্ট করা হয়নি ।	তফসিলী জাতি, তফসিলী আদিবাসী এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের মনোনয়নের ক্ষেত্রে কোনও সংখ্যা বা কোটা নির্দিষ্ট নেই । তবে যে সকল এলাকায় তফসিলী জাতি, তফসিলী আদিবাসী এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত পরিবার বসবাস করেন, সেই সকল এলাকায় গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য মনোনয়নের সময় এদের অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন । নির্দেশে এবিষয়ে আরও জোর দেওয়া যায় কিনা ভাবা যেতে পারে ।
৫)	আগে গ্রাম উন্নয়ন সমিতিতে মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ ছিল । বর্তমানে এটি কি থাকছে ?	মহিলাদের সংরক্ষণ সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনও নির্দেশ নেই । তবে উপ-সংঘ বা স্বনির্ভর দলের সদস্য মহিলা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি । আবার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী বা আশা কর্মী বা শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের সহায়িকা স্বাভাবিকভাবেই মহিলাই হবেন । তবে, গ্রাম উন্নয়ন সমিতিতে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে নির্বাচিত ৬ জন সদস্যের মধ্য থেকে অন্তত ২ জন এবং ৪ জন সদস্যের মধ্য থেকে অন্তত ১ জন সদস্য যাতে মহিলা হন তার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে ।
৬)	তৃতীয় পৃষ্ঠায় ‘খ’ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে - ‘সমিতির সভাপতি অন্য সদস্যদের মধ্য থেকে একজনকে মিটিং-এর সিদ্ধান্তগুলি লেখার, রেজলিউশন রেজিস্টার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রগুলি রাখার জন্য দায়িত্ব দেবেন’ - এক্ষেত্রে আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত রেজিস্টার (যেমন - ক্যাশবই অন্যান্য রেজিস্টার বা চেকবই পাশবই) কার হেফাজতে থাকবে, তার উল্লেখ করা হয়নি ।	গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সভাপতি আলোচনার ভিত্তিতে সদস্যদের মধ্য থেকে একজনকে বিভিন্ন খাতাপত্র লেখার কাজে তাকে সহায়তা করার জন্য দায়িত্ব দেবেন । তবে রেজ্যুলিউশন লেখার দায়িত্ব বিশেষ একজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না । গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্যদের মধ্য থেকে একজনকে রেজ্যুলিউশন রেজিস্টার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র রাখার দায়িত্ব দিতে পারেন অথবা সভাপতি নিজেই এই দায়িত্ব পালন করতে পারেন, এক্ষেত্রে যার এই সকল নথিপত্র নিরাপদভাবে রাখার সুযোগ আছে তাকেই সভাপতি এই দায়িত্ব দিতে পারেন । রেজ্যুলিউশন খাতা যার কাছে থাকবে ক্যাশ বই ও ভাউচার, মাস্টার রোল তাঁর কাছে থাকাই বাঞ্ছনীয় । তবে, ব্যাংকের চেক বই ও পাশ বই সভাপতির কাছেই থাকা বাঞ্ছনীয় । এই বিষয়টিও আদেশে উল্লেখ করা যায় ।
৭)	পৃথক আদেশবলে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি ব্যতিত এই রাজ্যের সকল গ্রাম পঞ্চায়েতে	বিশেষভাবে চিহ্নিত গ্রাম পঞ্চায়েত বলতে হয়তো দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি ব্যতীত ষষ্ঠ তপসীল এলাকাভুক্ত দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিলের অন্তর্গত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির কথা বলা হয়েছে - এই বিষয়টি সুস্পষ্ট ভাবে বলা

ক্রং নং	প্রশ্ন	সম্ভাব্য উত্তর / ব্যাখ্যা
	এই আদেশ বলবৎ হবে - এক্ষেত্রে কোন গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির কথা বলা হয়েছে ?	বাঞ্ছনীয় ।
৮)	৬ নং অনুচ্ছেদের শেষ অংশে 'ওই ক্ষেত্রে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক লিখিতভাবে অভিযোগকারীকে সঠিকতথ্য যত শীঘ্র সম্ভব তাঁর অফিসে জমা দিতে নির্দেশ দেবেন' - এই ক্ষেত্রে 'যত শীঘ্র সম্ভব' -এর জায়গায় নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকলে ভালো হয় ।	গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠন সংক্রান্ত কোনও সমস্যা থাকলে বা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গঠনের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ না নেওয়া হয়, তাহলে নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর ৭টি কাজের দিনের মধ্যে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের অফিসে লিখিতভাবে অভিযোগ জানানো যেতে পারে ।
৯)	গ্রাম উন্নয়ন সমিতি-র উল্লেখিত দায়িত্বগুলির মধ্যে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি নিজে কোনও কাজ রূপায়ণ করবে না, গ্রাম পঞ্চায়েতকে উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণে সহায়তা করবে, কিন্তু বলা হয়েছে - 'সরকার কর্তৃক নির্ধারিত উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণের উদ্দেশ্যে অর্থ বরাদ্দ করা হবে'- সেক্ষেত্রে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি কীভাবে প্রকল্প /পরিকল্প রূপায়ণে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নেবে ?	গ্রাম পঞ্চায়েত মূলত সরকার নির্ধারিত উন্নয়ন প্রকল্পই রূপায়ণ করে থাকে । এখন পর্যন্ত চালু নিয়মে এই সব প্রকল্পের অংশ বিশেষ থেকেই গ্রাম পঞ্চায়েত অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুসারে গ্রাম উন্নয়ন সমিতিকে পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করে থাকে, অবশ্য যদি সেই প্রকল্পের নির্দেশিকায় এই বিষয়ে কোনও বাধা না থাকে । এক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার হিসাবে গ্রাম পঞ্চায়েত এই সব প্রকল্পের থেকেই তার সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে অনুমোদিত পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য গ্রাম উন্নয়ন সমিতিকে অর্থ বরাদ্দ করতে পারে । আবার, বর্তমানে প্রযোজ্য নিয়মে গ্রাম পঞ্চায়েত তার নিজস্ব সম্পদের থেকেও কিছু অর্থ (শতকরা হার বেঁধে দিয়ে) গ্রাম উন্নয়ন সমিতিকে স্থানীয় স্তরে ছোট ছোট কাজগুলি রূপায়ণ করার জন্য দিতে পারে, যা অবশ্যই অনুমোদিত গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনার অংশ হবে । এক্ষেত্রে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির কার্যকারিতার উপর নির্ভর করে স্থানীয় সরকার হিসাবে গ্রাম পঞ্চায়েতকে তার সাধারণ সভায় এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে । তবে, এই সিদ্ধান্ত যাতে পক্ষপাতিত্বপূর্ণ না হয় এবং একটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সব কয়টি গ্রাম উন্নয়ন সমিতিকেই যাতে এই বরাদ্দ দেওয়া হয় তার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা বাঞ্ছনীয় ।
১০)	গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচির নিঃশর্ত তহবিল কি এই আওতায় আসবে ? যদি আসে তাহলে সুস্পষ্ট নির্দেশিকা থাকলে ভাল হয় । সেক্ষেত্রে কি এই সকল গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি আগের	গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচির তহবিল অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুসারে গ্রাম পঞ্চায়েতের নেতৃত্বে গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলিকে খরচ করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে । এক্ষেত্রে চালু নিয়ম মেনে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে অগ্রিম হিসাবে এই অর্থ গ্রাম উন্নয়ন সমিতির অ্যাকাউন্টে দেওয়া হবে এবং অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুসারে

ক্রং নং	প্রশ্ন	সম্ভাব্য উত্তর / ব্যাখ্যা
	মতোই কাজ করবে ?	রূপায়ণের কাজ সম্পূর্ণ হলে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সভাপতি সকল নথিপত্র সহ আয়-ব্যয়ের হিসাব গ্রাম পঞ্চায়েতে জমা দেবেন । এই কাজে সভাপতিকে গ্রাম উন্নয়ন সমিতির অন্যান্য সদস্যরা প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবেন ।
১১)	গ্রাম উন্নয়ন সমিতি উন্নয়ন প্রকল্প বা পরিকল্পনা রূপায়ণে গ্রাম পঞ্চায়েতকে সহায়তা করবে - সেক্ষেত্রে কি গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গ্রাম সংসদ পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণ করবে না ? যেখানে ২০১০-১১ সালের গ্রাম সংসদ পরিকল্পনা রচনা হয়েছে এবং তার ভিত্তিতেই পঞ্চায়েতের সার্বিক পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে বা তার কাজ চলছে সেখানে পরিকল্পনা কীভাবে রূপায়ণ হবে ?	গ্রাম সংসদ পরিকল্পনা কোনও পৃথক পরিকল্পনা নয়, এটি গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । সমন্বিত গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনার জন্য গ্রাম সংসদ ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহ ও তার সংকলন এবং বিশ্লেষণের কাজটিতেও গ্রাম পঞ্চায়েতকে সহায়তা করবে গ্রাম উন্নয়ন সমিতিগুলি । বর্তমান নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসারে উন্নয়ন ও পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় মানুষের অংশগ্রহণ ও মালিকানা আরও বাড়ানোর জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে খুব ছোট ছোট অথচ গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি (যার জন্য সামান্য অর্থ প্রয়োজন) চিহ্নিত করে পরিকল্পনা রচনা ও তার কিছু অংশ রূপায়ণের দায়িত্ব গ্রাম উন্নয়ন সমিতিকে দেওয়া হবে । এলাকার মানুষকে সঙ্গে নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের অঙ্গ হিসাবে এবং তার কাছেই দায়বদ্ধ থেকে নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যের নেতৃত্বে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি এই কাজ করবে ।
১২)	গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রাম উন্নয়ন সমিতিকে সরকার নির্ধারিত উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ণের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনও নিঃশর্ত অর্থ বরাদ্দ করবে না । তাহলে কোন কোন অর্থ গ্রাম উন্নয়ন সমিতিকে বরাদ্দ করা যাবে ?	গ্রাম পঞ্চায়েত হিসাবরক্ষণ, নিরীক্ষা ও বাজের নিয়মাবলীর ৪(৫) নং নিয়ম অনুযায়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের আদায় করা নিজস্ব সম্পদের অন্তত অর্ধেক উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার জরতে হবে এবং এই অর্থের শতকরা অন্তত ৫০ ভাগ গ্রাম উন্নয়ন সমিতির মাধ্যমে অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুসারে খরচ করতে হবে । রাজ্য সরকার যে সকল প্রকল্প বা কর্মসূচির (জাতীয় গ্রামীণ স্বাস্থ্য মিশন, গ্রামীণ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচি ইত্যাদি) অর্থ গ্রাম সংসদের অনুকূলে বরাদ্দ করার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতকে নির্দেশ দেবে সেই সকল প্রকল্পের নির্দেশিকা অনুসারে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি স্থানীয় প্রয়োজন ও চাহিদার ভিত্তিতে গ্রাম সংসদ পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণ করবে ।
১৩)	গ্রাম উন্নয়ন সমিতি কি অবদান সংগ্রহ করতে পারবে ?	এলাকার উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজের জন্য গ্রাম উন্নয়ন সমিতি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে গ্রামবাসীদের থেকে উপকরণ বা শ্রম বা নগদ অর্থ অবদান হিসাবে সংগ্রহ করতে পারবে । অবদান হিসাবে অর্থ সংগ্রহ করলে তা অবশ্যই প্রথমে ব্যাংকে জমা করে তারপর খরচ করা যাবে । সামগ্রিক গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণের কাজে গ্রাম উন্নয়ন সমিতি গ্রাম পঞ্চায়েতকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করবে ।
১৪)	গ্রাম উন্নয়ন সমিতির অ্যাকাউন্টে যুগ্ম	গ্রাম উন্নয়ন সমিতির অ্যাকাউন্ট গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সভাপতি এবং

ক্রং নং	প্রশ্ন	সম্ভাব্য উত্তর / ব্যাখ্যা
	স্বাক্ষরের ব্যবস্থার কথা নিয়মে বলা আছে । একক স্বাক্ষর মনে হয় বাঞ্ছনীয় হবে না । সেক্ষেত্রে এই অ্যাকাউন্টে কে কে স্বাক্ষর করবেন ? আর্থিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব কি শুধু সভাপতির থাকবে নাকি দ্বিতীয় স্বাক্ষরকারী হিসাবে আর একজনকে মনোনীত বা নির্বাচিত করা হবে ? সেক্ষেত্রে তার ভূমিকা কী হবে ?	নির্বাচনে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ব্যক্তির সঙ্গে যুগ্ম নামে হবে । একই কেন্দ্রে দুই জন সদস্য থাকলে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ্য নির্বাচিত এবং তার বিপরীতে যিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন তাঁদের নামে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হবে । তবে মনে রাখতে হবে আর্থিক ব্যবস্থাপনার মূল দায়িত্ব সভাপতির । আলাদা করে কাউকে সচিব নির্বাচিত করার প্রয়োজন নেই । দ্বিতীয় স্বাক্ষরকারী গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সকল কাজে প্রয়োজন অনুসারে সভাপতিকে সহায়তা করবেন ।

রাজ্যপালের আদেশানুসারে,

স্বা:- মানবেন্দ্র নাথ রায়

প্রধান সচিব
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

নং : ২২৮২/ ১(৭)/পি.এন/ও/এক/ ১এ- ১/০৪ (অংশ-২) **তাং : ২৯. ০৪. ২০১০**

আদেশনামার প্রতিলিপি জ্ঞাতার্থে ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য প্রেরিত হল :

১. কমিশনার, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন, পঞ্চায়েত ভবন, কলকাতা-৭০০ ০০১ ।
২. অধিকর্তা, রাজ্য পঞ্চায়ত ও গ্রামান্নয়ন সংস্থা, কল্যাণী, নদীয়া ।
৩. জেলা শাসক .....জেলা (সকল) ।
৪. জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক .....জেলা (সকল) ।
৫. ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক.....ব্লক (সকল) ।
আদেশনামার অনুলিপি সকল গ্রাম পঞ্চায়েতে বন্টনের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে ।
৬. ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের একান্ত সচিব / রাষ্ট্রমন্ত্রী মহাশয়ের একান্ত সচিব ।
৭. সভাপতি / সম্পাদক .....(রাজনৈতিক দল) ।

যুগ্মসচিব
পশ্চিমবঙ্গ সরকার